তারিখ ... 12 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

সংবাদ

সারাদেশে

সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক-কর্মচারী সংকট

ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নয় প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ

রাকিব উদ্দিন

তীব্র শিক্ষক-কর্মচারী স্বল্পতায় দেশের ৩৩৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এতে প্রায় সকল বিদ্যালয়েই দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এর মধ্যে নামে মাত্র শ্রেণী কার্যক্রম চালু রয়েছে দুই শতাধিক বিদ্যালয়ে। এছাড়াও হাইস্কুলে কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার।

এ জন্য তীব্র শিক্ষক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নয়- এমন প্রার্থীদের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে। এর আগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পক্ষ থেকেও এ দাবি জানানো হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৩৩৩টি সরকারি হাইস্কুলের দশ হাজার ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদের মধ্যে এক হাজার ৯৬৮টি পদই শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে দেড় শতাধিক হাইস্কুলে সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

সরকারি : হাইস্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩/৪ জন শিক্ষক দিয়ে নামেমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। আর তিন পার্বত্য জেলার ১৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪৫২টি শিক্ষক-কর্মচারীর পদের মধ্যে ১৫৩টি পদই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

এ ব্যাপারে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'আমি সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন সরকারি স্কুল ঘুরে দেখেছি- শিক্ষক সংকটে স্কুলের বেহাল অবস্থা। ২/৪ জন শিক্ষক দিয়ে সরকারি হাইস্কুল চলতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না। কোন স্কুলেই সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কী পরিকল্পনা করছেন, কী ভাবছেন, আদৌ ভাবছেন কীনা- তা বোধগম্য নয়।'

ইনছান আলী অভিযোগ করেন, 'শিক্ষক সংকট নিরসনের উদ্যোগ না নিয়ে ঝামেলা পাকানোর পায়তারা চালাচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তারা এখন সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে চান, যা আমরা কখনো মানব না। কারণ এটি হলে শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে।'

জেলা ও উপজেলা ছাড়াও রাজধানীর সরকারি হাইস্কুলেও শিক্ষক স্বল্পতা তীব্র হচ্ছে। পুরান ঢাকার 'ঢাকা কলেজিয়েট সরকারি হাইস্কুলে'র প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূইয়া সংবাদকে বলেন, 'আমার স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীর ৬০টি পদের মধ্যে ১৩টি পদই শূন্য রয়েছে। এতে স্বাভাবিক কারণেই একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।' তিনি জানান, 'পুরান ঢাকার প্রায় সবকটি সরকারি হাইস্কুলেই শিক্ষক সংকট রয়েছে।' রাজধানীতে বর্তমানে ৩৩টি সরকারি হাইস্কুল রয়েছে।

পিএসসিকে দেয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '৩৩৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে এক হাজার ৯৬৮ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সহকারী শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত। ২০১২ সালের ১৫ মে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পদ একই গ্রেড অর্থাৎ বেতন কাঠামোর ১০ম গ্রেডে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ফলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশের বাছাই প্রক্রিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) ওপর ন্যস্ত হয়।'

কোন বিষয়ে কত পদ শূন্য : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৩৩টি হাইস্কুলের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ ৩১৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া গণিতে ২৩৬টি, সামাজিক বিজ্ঞানে ১৫৮টি, ভৌত বিজ্ঞানে ১৫৮টি, জীব বিজ্ঞানে ১৫৮টি, ব্যবসায় শিক্ষায় ১৫৮টি, ভূগোলে ৭৮টি, চারু ও কারুকলায় ৭৮টি, শারীরিক শিক্ষায় ৭৮টি, ইসলাম ধর্মে ১৫৮টি, কৃষি শিক্ষায় ৭৮টিসহ মোট এক হাজার ৯৬৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

ইতোমধ্যে ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নয়- এমন প্রার্থীদের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার সহকারী শিক্ষক পদে ৪৫০ জনের নামের তালিকা পিএসসি চূড়ান্ত করেছে। এরপরও দেড় হাজারের বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।